দৈনিক ইনকিলাব

08 MAR 1988
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ... 5 কলাম 3 ... ...

100

# শিক্ষাঙ্গন

## একটি বিদ্যালয় ও কিছু অভিযোগ

দুই হাজার সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' নামে সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরম সৌভাগ্য বলা যায়। কিন্তু বর্তমানে কিছুসংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্যে তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা সরকারের মহৎ উদ্যোগের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছেন। সত্যি বলতে কি, তারা বর্তমানে সার্বজনীন শিক্ষাকে পুঁজি করে 'টু-পাইস' কামিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের (অভিভাবকদের) ধারণা ছিল সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের দরিদ্র নাগরিকদের জন্য শিক্ষার একটি সুযোগ এনে দেবে। কিন্তু বলতে লজ্জা নেই আমরা সার্বজনীন শিক্ষার নামে—এটা কি দেখছি এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ বিষয়টিকে কিভাবে নিতে চেষ্টা করছেন?

যাক এবার আসল কথায় আসি। লালবাগ থানাধীন ২৪ নং ওয়ার্ড-এর অন্তর্গত কাজী বিয়াজ উদ্দিন রোডে অবস্থিত লালবাগ ১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। বর্তমানে বিদ্যালয়টি নানারকম অনিয়ম ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। ফলে, বিদ্যালয়টির দীর্ঘদিনের সুনাম ঝরে পড়তে বসেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমানে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার তো কোন বালাই-ই নেই, বরং রয়েছে নানাবিধ অনিয়ম এবং দুর্নীতি যেমন (ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে বর্তমান সরকার অবৈতনিক শিক্ষার পাশা-পাশি প্রয়োজনীয় কিছু বইপত্র দেয়ার বন্দোবস্ত করেছেন সেখানে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি ফী নেয়া হয়েছে ৩০ (ত্রিশ) টাকা করে। (খ) আমরা জানি সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করছেন ফিরিয়ে নেয়ার জন্য নয়। অথচ এখানে পুরোনো বই ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং তা সের দরে বিক্রি করাও হচ্ছে। (প্রমাণিরত)। (গ) পূর্বেকার প্রধান শিক্ষককে স্কুলে রাত্রি যাপনের অভিযোগে এখান হতে বদলী করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রধান শিক্ষক তার প্রেসের দুই-এক জন কর্মচারীসহ এখানে নির্দ্বিধায় রাত্রি যাপন করে যাচ্ছেন। (ঘ) বলা বাহুল্য বর্তমান প্রধান শিক্ষক একজন প্রেসের মালিক বিধায় অধিকাংশ সময় প্রেসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। যার ফলে প্রায়শঃই যথা সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে বিলম্ব করেন। এমনকি অনেক সময় জোহরের নামাজের অজুহাতে চলে যান এবং বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে ফিরে আসেন।

(ঙ) সপ্মরতি যে অভিযোগ তা হল পরীক্ষা ফী, প্রথম শ্রেণী—দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ১০ (দশ) টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণী—পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ (পনর) টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং নেয়াও হচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক অর্থাৎ সার্বজনীন শিক্ষার নামে এ প্রহসন কেন? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরণের সরকারী কোন বিধি জারি আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

সুতরাং আমরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের নিকট অনুরোধ রাখছি শিক্ষা যাতে সার্বজনীন হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এ দুর্নীতি দমনে এগিয়ে আসবেন।

—আহমদ আলী